যুগান্তর

08 JAN 2008
পৃঃ ৩ কলাম ২

ঘূর্ণিউপদ্রুত এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার হয়নি

মুশতাক আহমদ

ঘূর্ণিউপদ্রুত এলাকার প্রায় ১২শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনও সংস্কার বা নির্মিত হয়নি। ওইসব প্রতিষ্ঠানে এক প্রকার খোলা আকাশের নিচে বা গাছতলায়ই পরীক্ষা গ্রহণসহ অন্যান্য একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ফলে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে বলে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকরা জানিয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা থেকে খবর পাওয়া গেছে, অনেক স্থানে এখন পর্যন্ত নির্মাণ বা সংস্কার প্রক্রিয়া শুরুই হয়নি। কোথাও টেন্ডারসহ আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া শুরু হলেও কাজ শুরু হয়নি। আবার কোথাও কাজ শুরু হলেও তা চলছে অত্যন্ত ধীরগতিতে। সংশ্লিষ্টদের আশঙ্কা, এভাবে চলতে থাকলে আগামী তিন মাসেও কাজ শেষ হবে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব একেএম আবদুল আউয়াল মজুমদার রোববার জানান, যেসব প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ এখনও সম্পন্ন হয়নি সেগুলো দ্বিতীয় তালিকার। চূড়ান্ত তালিকায় এসব প্রতিষ্ঠানের নাম আসায় বিলম্বের কারণে পুনর্নির্মাণেও পিছিয়ে আছে। মধ্য জানুয়ারির মধ্যে নির্মাণকাজ শেষ হবে বলে তিনি জানান।

গত ১৫ নভেম্বরের সর্বগ্রাসী ঘূর্ণিঝড় সিডরের পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১২টি জেলাকে ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে চিহ্নিত করে। এসব জেলার ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার তালিকা তৈরির নির্দেশ দেয় স্থানীয় প্রশাসনকে। জেলা প্রশাসক এবং জেলা শিক্ষা অফিসারদের মাধ্যমে আসা তালিকার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরে (মাউশি) নানা ধরনের অভিযোগ আসতে থাকে। এসব অভিযোগের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রছাত্রীদের তালিকা তৈরিতে অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান সংস্কার/পুনঃনির্মাণ ও ছাত্রছাত্রীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বরাদ্দকৃত সরকারি অর্থ সহায়তা দানের জন্য তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির বিনিময়ে প্রতিষ্ঠানপ্রতি হয়নি : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

হয়নি : সংস্কার

(৩য় পৃষ্ঠার পর) হাজার হাজার টাকা ঘুষ দাবিসহ হাতিয়ে নেয়ার মতো অভিযোগ ওঠে। এ অবস্থায় গত ৫ ডিসেম্বর মন্ত্রণালয় থেকে আবার পত্র দেয়া হয় সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোতে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের নতুন তালিকা তৈরির।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের মোট দুটি তালিকা তৈরি করে মন্ত্রণালয়। প্রথম তালিকায় ২০৫০টি প্রতিষ্ঠান আংশিক ও ৫৫৪টি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে যে দ্বিতীয় তালিকা করা হয় তাতে আরও ৯৫২টি আংশিক ও ২২২টি পূর্ণাঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়। সূত্র জানায়, প্রথম তালিকার মধ্য থেকে চূড়ান্ত তালিকা করার সময়ে ১৬৯ (পূর্ণাঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত) প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্তের তালিকা থেকে ছিটকে আংশিক এবং ৭৮টি আংশিকের তালিকা থেকে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়া নতুন করে ২৬টি প্রতিষ্ঠান পূর্ণাঙ্গ ক্ষতিগ্রস্তের তালিকায় আসে যা প্রথমে তালিকায় আসেনি। আর পূর্ণাঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে চিহ্নিত ৯টি প্রতিষ্ঠানের কোন ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সরকার ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য দুটি ভাগে আড়াই লাখ এবং আংশিক নষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর বিপরীতে ৫০ হাজার করে টাকা প্রদান করে। এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের ফরম পূরণ ও বই কেনার জন্যও অর্থ দিয়েছে। সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো পুনঃনির্মাণ বাবদ ২ লাখ ও আসবাবপত্র কেনার জন্য ৫০ হাজার টাকা করে পায়। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০ নভেম্বর জেলার সংশ্লিষ্ট ডিসিদের মাধ্যমে টিএনওদের অনুকূলে অর্থ পৌঁছানো হয়। সেগুলোর কাজ দু'সপ্তাহের মধ্যে নির্মাণ করার কথা ছিল। এছাড়া এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিনা টাকায় ফরম পূরণ এবং বই কেনার জন্য ৫শ' করে টাকা দেয়া হয়। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ইতিমধ্যে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড থেকে পরীক্ষা ফি ও কেন্দ্র ফি মওকুফ বাবদ টাকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দাবি করা হয়েছে।